১২.১ স্তরবিন্যাসের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য (Meaning and Features of Social Stratification)

সমাজ জীবনের শুরু থেকে সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজে বসবাসকারী জনসমষ্টির মধ্যে বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে উচ্চ-নীচ স্তর ভেদে বিন্যাস করার জন্য সমাজতাত্ত্বিকগণ ভূ-বিদ্যার স্তরের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় স্তরবিন্যাসের উপর (Social Stratification) গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অধ্যাপক সরোকিন (Sorokin) মনে করেন সকল সমাজের অধিবাসী বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত (unstratified society is a myth)। Peter Worseley সমাজতত্ত্বে শব্দটি প্রচলন করেন। অসম অবস্থানের দরুন সমাজস্থ মানুষকে মর্যাদার ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ ভেদে বিভক্ত করা হলে তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে।

অধ্যাপক বটমোর (Bottomore)-এর মতে সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে মর্যাদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হলে তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। Social Stratification is the division of the society into class or strata which forms a hierarchy of prestige and power. অধ্যাপক টুমিন বলেন সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে সম্পত্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদির ভিত্তিতে অসমভাবে বিভক্ত করা হলে তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। (By social stratification we mean the arrangement of any social group or society into a hierarchy of position that are unequal with regard to power, property and social evaluation.)। তাঁর মতে, সামাজিক স্তরবিন্যাস হল মানব সমাজের এক সুপ্রাচীন ব্যবস্থা। সুতরাং সামাজিক স্তরবিন্যাসের ফলে সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মর্যাদার ভিত্তিতে পৃথকীকরণ সূচিত হয়।

স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য ঃ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—

(১) সম্পত্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা অথবা মর্যাদার পার্থক্যের দরুন স্তরবিন্যাস ঘটে থাকে। স্তরবিন্যাসের সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্নটি জড়িত।

(২) স্তরবিন্যাসের দরুন ব্যক্তিবর্গের জীবন ধারণের প্রণালীতে পার্থক্য সূচিত হয়।

(৩) স্তরবিন্যাসের ফলে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া অনেকক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্তরের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়।

Scanned with CamScanner

(৪) স্তরবিন্যাস ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে।

(৫) এই স্তরবিন্যাসের ফলে মর্যাদা অর্জিত অথবা আরোপিত হয়ে থাকে।

(৬) স্তরবিন্যাস হল সর্বজনীন। কোনো না কোনো অর্থে সমস্ত সমাজে পরিলক্ষিত হয়।

ম্যাকাইভার ও পেজ স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন—

(১) মর্যাদাভিত্তিক ক্রমিক স্তর বিভাগ;

(২) উচ্চতর ও নিম্নতর ব্যবধানে স্বীকৃত এবং সচেতনতা;

(৩) এই বিভাজন সাধারণভাবে স্থায়ী।

১২.২ সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে কর্মনির্বাহী (ক্রিয়াবাদী) তত্ত্ব (Functional theory on stratification)

১২.২ সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে কর্মনির্বাহী (ক্রিয়াবাদী) তত্ত্ব (Functional theory on stratification)

অধ্যাপক সরোকিন-এর মতে উচ্চ-নীচ ভেদে সমাজের জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া হল সামাজিক স্তরবিন্যাস। Social Stratification is the division of society into classes of Strata on the basis of prestige and power."

মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী সামাজিক বৈষম্য ও স্তরবিন্যাস চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি সমাজে স্তরবিন্যাস ও বৈষম্য হল অপরিহার্য ও চিরস্থায়ী। সমাজকে সুসংহত রাখার ক্ষেত্রে সামাজিক স্তরবিন্যাস ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। সমাজবিজ্ঞানী ডেভিস ও ম্যুর সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন (Functional theory)।

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী সকল সমাজেই স্তরবিন্যাস বর্তমান। প্রতিটি সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। পদ ও মর্যাদার দিক থেকে একটি সামাজিক ভূমিকা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং অপরটি কম তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া সকল ব্যক্তির যোগ্যতা এবং গুণ সমান নয়। সুতরাং ভূমিকার পার্থক্যের দরুন এবং যোগ্যতার পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফল লাভ করে। সামাজিক স্তরবিন্যাস এইভাবে সৃষ্টি হয় এবং যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য মর্যাদা দান করে। সুতরাং স্তরবিন্যাস বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষা করে এবং সমাজের শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করলে কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। (১) মানব সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কয়েকটি ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত ভূমিকা পালনের জন্য বিশেষ যোগ্যতা প্রয়োজন। (২) সমাজের সকল ব্যক্তি সমান দক্ষতার অধিকারী নয়। অধিক দক্ষ ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিক সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন। (৩) অধিক মর্যাদা ও অধিক সুবিধার

Scanned with CamScanner

১২.২ সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে কর্মনির্বাহী (ক্রিয়াবাদী) তত্ত্ব (Functional theory on stratification)

অধ্যাপক সরোকিন-এর মতে উচ্চ-নীচ ভেদে সমাজের জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া হল সামাজিক স্তরবিন্যাস। Social Stratification is the division of society into classes of Strata on the basis of prestige and power."

মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী সামাজিক বৈষম্য ও স্তরবিন্যাস চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি সমাজে স্তরবিন্যাস ও বৈষম্য হল অপরিহার্য ও চিরস্থায়ী। সমাজকে সুসংহত রাখার ক্ষেত্রে সামাজিক স্তরবিন্যাস ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। সমাজবিজ্ঞানী ডেভিস ও ম্যুর সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন (Functional theory)।

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী সকল সমাজেই স্তরবিন্যাস বর্তমান। প্রতিটি সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। পদ ও মর্যাদার দিক থেকে একটি সামাজিক ভূমিকা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং অপরটি কম তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া সকল ব্যক্তির যোগ্যতা এবং গুণ সমান নয়। সুতরাং ভূমিকার পার্থক্যের দরুন এবং যোগ্যতার পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফল লাভ করে। সামাজিক স্তরবিন্যাস এইভাবে সৃষ্টি হয় এবং যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য মর্যাদা দান করে। সুতরাং স্তরবিন্যাস বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষা করে এবং সমাজের শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করলে কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। (১) মানব সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কয়েকটি ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত ভূমিকা পালনের জন্য বিশেষ যোগ্যতা প্রয়োজন। (২) সমাজের সকল ব্যক্তি সমান দক্ষতার অধিকারী নয়। অধিক দক্ষ ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিক সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন। (৩) অধিক মর্যাদা ও অধিক সুবিধার

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থা থাকলে একটি সমাজ যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে পারে। (৪) সমাজের স্তরবিন্যাস, অর্থাৎ মর্যাদার পার্থক্যের ফলে সমাজের সংহতি রক্ষিত হয় (Stratification helps integration)।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনা করা হয়।

প্রথমত, সকল সমাজে এইরূপ অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা উন্নত গুণের অধিকারী নয়, কিন্তু অধিক অর্থনৈতিক সুবিধা ও মর্যাদা লাভ করে। ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব অত্যন্ত সরল ভাবে শ্রেণীবিন্যাসকে ব্যাখ্যা করেছে।

দ্বিতীয়ত, ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজের সকল ব্যক্তি সমান প্রতিভাবান নয়। কিন্তু সামাজিক বৈষম্যই প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে অধিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদার দরুন অযোগ্য ব্যক্তিরা গুণের বিকাশ ঘটায়।

তৃতীয়ত, সামাজিক বৈষম্য ও স্তরবিন্যাসের ফলে সমাজের সংহতির পরিবর্তে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পথ প্রশস্ত হয়। Inequality leads to social conflict.

এই সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ও কর্মনির্বাহ তত্ত্বটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজতাত্ত্বিক উইলিয়াম ডেভিসের মতে "Social Stratification is universal" অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সর্বজনীন। বিশ্বের সকল সমাজব্যবস্থায় কমবেশি স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। সমাজ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাচীন যুগেও দলপতির প্রভুত্বকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি অথবা পরিবার বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। সমাজতত্ত্ববিদগণ তাকে স্তরবিন্যাসের সূচনা পর্ব রূপে অভিহিত করেন। সমাজে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ

ব্যবস্থা থাকলে একটি সমাজ যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে পারে। (৪) সমাজের স্তরবিন্যাস, অর্থাৎ মর্যাদার পার্থক্যের ফলে সমাজের সংহতি রক্ষিত হয় (Stratification helps integration)।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনা করা হয়।

প্রথমত, সকল সমাজে এইরূপ অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা উন্নত গুণের অধিকারী নয়, কিন্তু অধিক অর্থনৈতিক সুবিধা ও মর্যাদা লাভ করে। ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব অত্যন্ত সরল ভাবে শ্রেণীবিন্যাসকে ব্যাখ্যা করেছে।

দ্বিতীয়ত, ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজের সকল ব্যক্তি সমান প্রতিভাবান নয়। কিন্তু সামাজিক বৈষম্যই প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে অধিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদার দরুন অযোগ্য ব্যক্তিরা গুণের বিকাশ ঘটায়।

তৃতীয়ত, সামাজিক বৈষম্য ও স্তরবিন্যাসের ফলে সমাজের সংহতির পরিবর্তে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পথ প্রশস্ত হয়। Inequality leads to social conflict.

এই সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ও কর্মনির্বাহ তত্ত্বটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজতাত্ত্বিক উইলিয়াম ডেভিসের মতে "Social Stratification is universal" অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সর্বজনীন। বিশ্বের সকল সমাজব্যবস্থায় কমবেশি স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। সমাজ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাচীন যুগেও দলপতির প্রভুত্বকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি অথবা পরিবার বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। সমাজতত্ত্ববিদগণ তাকে স্তরবিন্যাসের সূচনা পর্ব রূপে অভিহিত করেন। সমাজে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে এবং স্তরভেদও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজতত্ত্ববিদগণ উল্লেখ করেন যে একটি সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই সমস্ত কাজগুলির গুরুত্ব ও মর্যাদা এক নয়। প্রতিটি কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতার

2 of 16

প্রয়োজন। শ্রমের দিক থেকেও কোনো কাজ সহজসাধ্য এবং কোনো কাজ শ্রমসাধ্য। কাজের গুরুত্ব ও জটিলতার ক্ষেত্রে পার্থক্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মজুরি এবং সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়। সুযোগ-সুবিধা এবং মজুরির ক্ষেত্রে এই বৈষম্যকে কেন্দ্র করে সামাজিক স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। স্তরবিহীন সামাজিক ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিরল।

১২.৩ স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামাজিক স্তরবিন্যাস চিরন্তন হলেও সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। Peter Worseley-এর মতে সামাজিক

Scanned with CamScanner

স্তরবিন্যাসের তিনটি ভিত্তি আছে—(১) অর্থনীতি ভিত্তিক (Economy) (২) মর্যাদা ভিত্তিক (Status) (৩) ক্ষমতা ভিত্তিক (Power) সমাজতাত্ত্বিকগণ স্তরবিন্যাসের এই রূপগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—(১) দাসপ্রথা, (২) সামন্তপ্রথা বা ভূমিদাস প্রথা, (৩) শ্রেণী ব্যবস্থা, (৪) জাতিব্যবস্থা, (৫) ক্ষমতা।

প্রয়োজন। শ্রমের দিক থেকেও কোনো কাজ সহজসাধ্য এবং কোনো কাজ শ্রমসাধ্য। কাজের গুরুত্ব ও জটিলতার ক্ষেত্রে পার্থক্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মজুরি এবং সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়। সুযোগ-সুবিধা এবং মজুরির ক্ষেত্রে এই বৈষম্যকে কেন্দ্র করে সামাজিক স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। স্তরবিহীন সামাজিক ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিরল।

১২.৩ স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামাজিক স্তরবিন্যাস চিরন্তন হলেও সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। Peter Worseley-এর মতে সামাজিক

Scanned with CamScanner

স্তরবিন্যাসের তিনটি ভিত্তি আছে—(১) অর্থনীতি ভিত্তিক (Economy) (২) মর্যাদা ভিত্তিক (Status) (৩) ক্ষমতা ভিত্তিক (Power) সমাজতাত্ত্বিকগণ স্তরবিন্যাসের এই রূপগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—(১) দাসপ্রথা, (২) সামন্তপ্রথা বা ভূমিদাস প্রথা, (৩) শ্রেণী ব্যবস্থা, (৪) জাতিব্যবস্থা, (৫) ক্ষমতা।

১. দাসপ্রথা ঃ সামাজিক স্তরবিন্যাসের এক চরম নিদর্শন হল দাসপ্রথা। প্রাচীনযুগে ইউরোপে এই প্রথা অনুযায়ী সমাজে দুই শ্রেণীর মানুষ ছিল। (ক) ক্রীতদাস ও (খ) দাস মালিক। সামাজিক প্রথা অনুযায়ী ক্রীতদাসের কোনোরূপ ভূ-সম্পত্তি অথবা মানবিক অধিকার ছিল না। ক্রীতদাসগণ প্রভুর সম্পত্তি রূপে গণ্য ছিল। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা দাসপ্রথার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দাসপ্রথার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, দাস ছিল প্রভুর সম্পত্তি, দাসের ওপর প্রভুর অবাধ কর্তৃত্ব স্বীকৃত ছিল। দ্বিতীয়ত, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রীতদাসের কোনো অধিকার ছিল না। সমাজে ক্রীতদাস ছিল ঘৃণার পাত্র। তৃতীয়ত, দাসকে বাধ্যতামূলক ভাবে পরিশ্রম করতে হত। প্রাচীন যুগের পরবর্তীকালে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটে।

২. সামন্ত প্রথা ঃ মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ত বা ভূমিসত্ত্ব বা 'তালুক' প্রথাকে (Estate System) কেন্দ্র করে সামাজিক স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। Estate শব্দটি ভূমি, জমি বা তালুকে অধিগ্রহণ ও স্বত্বাধিকার হতে উদ্ভূত। অসম ভূমি বণ্টনের জন্য এক একটি তালুকের মালিক নির্দিষ্ট মর্যাদা বহন করত। মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রথা অনুযায়ী তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, সমাজস্থ লোকেরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন যাজক সম্প্রদায়, তাঁদের বলা হত First Estate। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়। তাঁরা Second Estate হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন সর্বসাধারণ Third Estate বলা হত। এই তিন শ্রেণীর কাজকর্ম এবং জীবনযাপনের রীতিতে পার্থক্য বজায় ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি শ্রেণীর পদমর্যাদা আইনের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট করা ছিল। আইনের চোখে সকলেই সমান ছিল না। একই অপরাধের জন্য অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক এবং সাধারণ মানুষ ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি পেত। অন্যান্য আইনসম্মত অধিকারের ক্ষেত্রেও পার্থক্য ছিল। তৃতীয়ত, সামন্তপ্রথায় শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতেন। সাধারণ মানুষের কোনোরূপ রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। মধ্যযুগীয় ইউরোপ ছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষেও সামন্তপ্রথা বজায় ছিল। তবে ভারতবর্ষে সামন্ত প্রথা ছিল পৃথক ধরনের।

অবশ্য ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে। সামন্তপ্রথার পরিবর্তে শ্রেণী ব্যবস্থা সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম ভিত্তিতে পরিণত হয়।

৩. শ্রেণী ব্যবস্থা : শিল্প সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজের জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করা হয়। শ্রেণী বা Social class শব্দটি সমাজতত্ত্বে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ম্যাক্স ওয়েবার-এর মতে শ্রেণী হল এমন এক জনসমষ্টি যাদের উপযোগিতা গ্রহণের সুযোগ ও জীবনযাত্রার মান সমপর্যায়ভুক্ত। ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা সম্পত্তির অধিকার থেকে শ্রেণী নির্ধারিত হয়ে থাকে। বায়ারস্টেড পদমর্যাদার ভিত্তিতে (ডাক্তার, প্রফেসর) সামাজিক (শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে মর্যাদা অনুসারী শ্রেণী প্রাধান্য পেয়েছে। মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণী (Status group) ভোগ (consumption) এবং জীবনযাপনের রীতি (style of life) কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে জীবনযাপনের রীতি, চাল-চলন কথা-বার্তা, চিন্তা, অনুভূতি পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক শ্রেণীর (status group) বা মর্যাদা অনুসারী শ্রেণীর নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। বিশুদ্ধ অনুভূতি, শিক্ষা, আসবাব পত্র, আদান-প্রদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক শ্রেণীর সম্পর্ক হল দ্বন্দ্বমূলক কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পর্ক হল প্রতিযোগিতামূলক। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উৎপাদনের উপাদানের ভিত্তিতে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। লেনিনের মতে শ্রেণী হল এমন এক জনসমষ্টি যে জনসমষ্টি উৎপাদনের সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। মার্কসীয় তত্ত্বে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে শ্রেণী বিন্যাসের একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৪. জাতি ব্যবস্থা : শ্রেণী ব্যবস্থা ছাড়া জাতি ব্যবস্থা হল ভারতীয় সমাজের একটি সুপ্রাচীন বৈশিষ্ট্য। ইংরাজি caste শব্দটির অর্থ হল জন্ম বা বংশানুক্রমিক অর্থাৎ জাতি জন্মভিত্তিক। অধ্যাপক মজুমদার ও মদনের মতে, জাতি বলতে এক বন্ধ গোষ্ঠীকে বোঝায়। বস্তুতপক্ষে জাতি হল এক আন্তঃবৈবাহিক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী সদস্যদের সামাজিক ক্ষেত্রে কতকগুলি বিধিনিষেধ বা আচার-আচরণ মেনে চলতে হয়। এরা চিরাচরিত ও অভিন্ন বৃত্তি অনুযায়ী এবং উৎপত্তিসূত্রে এক ও সমজাতীয় স্বরূপ। জাতি ব্যবস্থার বৃত্তি অনুযায়ী ভারতীয় সমাজের জনগোষ্ঠীকে প্রধানত চারভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আন্দ্রে বেতেল (Andre Bettille)-এর মতে Caste may be defined as an endogamous group whose membership is hereditary in nature with a particuler traditional occupation and distinct ritual status. এক্ষেত্রে জাতি ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য—

১. সদস্যপদ জন্মসূত্রে নির্ধারিত।
২. সামাজিক নিশ্চলতা।

Scanned with CamScanner

৩. বংশানুক্রমিক পেশা ও বৃত্তি।
৪. আন্তঃবিবাহ বা বিবাহের কঠোরতা।
৫. মর্যাদার পার্থক্য।
৬. সুনির্দিষ্ট রীতি নীতি ও বিধি নিষেধ।

৫. ক্ষমতা : রাষ্ট্র ও রাজনীতি হল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। দৈহিক শক্তির প্রয়োগ অথবা ভয় দেখিয়ে কোনো ব্যক্তিকে পরিচালিত করার সামর্থ্য হল ক্ষমতা। বর্তমানে ক্ষমতা হল স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। প্যারেটো, প্রমুখ ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে বিভক্ত করেন—শাসক-শাসিত (এলিট) শ্রেষ্ঠবর্গ, সাধারণ মানুষ ইত্যাদি।

৩. বংশানুক্রমিক পেশা ও বৃত্তি।
৪. আন্তঃবিবাহ বা বিবাহের কঠোরতা।
৫. মর্যাদার পার্থক্য।
৬. সুনির্দিষ্ট রীতি নীতি ও বিধি নিষেধ।

৫. ক্ষমতা : রাষ্ট্র ও রাজনীতি হল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। দৈহিক শক্তির প্রয়োগ অথবা ভয় দেখিয়ে কোনো ব্যক্তিকে পরিচালিত করার সামর্থ্য হল ক্ষমতা। বর্তমানে ক্ষমতা হল স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। প্যারেটো, প্রমুখ ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে বিভক্ত করেন—শাসক-শাসিত (এলিট) শ্রেষ্ঠবর্গ, সাধারণ মানুষ ইত্যাদি।

প্যারেটো এলিট বা প্রবর তত্ত্বের সাহায্যে সমাজে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। মার্কস্ ও ম্যাক্স ওয়েবার ক্ষমতাকে সামাজিক মর্যাদার সূচক হিসেবে গণ্য করেন। প্যারেটো, মস্কা এবং মিচেলস্ তাঁদের এলিট তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেন যে, সকল সমাজে এক সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। মস্কা তাঁর *The Ruling Class* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে—In all societies—from societies that are very meagrely developed and have

5 of 16

13:11
13:09 89%

প্যারেটো এলিট বা প্রবর তত্ত্বের সাহায্যে সমাজে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। মার্কস্ ও ম্যাক্স ওয়েবার ক্ষমতাকে সামাজিক মর্যাদার সূচক হিসেবে গণ্য করেন। প্যারেটো, মস্কা এবং মিচেলস্ তাঁদের এলিট তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেন যে, সকল সমাজে এক সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। মস্কা তাঁর *The Ruling Class* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে—In all societies—from societies that are very meagrely developed and have barely attained the drawings of civilization down to the most advanced and powerful societies—two classes of people appear–a class that rules and a class that is rule.

১২.৪ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রেণী ও জাতি (Class and Caste in Social Stratification)

সামাজিক স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিগুলির মধ্যে শ্রেণী ব্যবস্থা (Class System) এবং জাতিব্যবস্থা (Caste System) অন্যতম। শ্রেণী ব্যবস্থা সামাজিক স্তরবিন্যাসের এক বিশেষ দিক। শিল্প সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজের জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করা হয়। শ্রেণী বা Social class শব্দটি সমাজতত্ত্বে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধ্যাপক ওয়েবারের মতে, শ্রেণী হল এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের উপযোগিতা গ্রহণের সুযোগ ও জীবনযাত্রার মান সমপর্যায়ভুক্ত। ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা তথা সম্পত্তির অধিকার থেকে শ্রেণী নির্ধারিত হয়ে থাকে। ম্যাকাইভার ও পেজ মর্যাদার দিক থেকে শ্রেণীর সংজ্ঞা দান করেন। সামাজিক শ্রেণী হল এমন এক জনগোষ্ঠী যা মর্যাদার দিক থেকে অন্য গোষ্ঠী হতে পৃথক। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উৎপাদনের উপকরণের ভিত্তিতে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। লেনিনের মতে শ্রেণী হল এরূপ এক জনসমষ্টি যে জনসমষ্টি উৎপাদনের উপাদানের সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য

Scanned with CamScanner

প্যারেটো এলিট বা প্রবর তত্ত্বের সাহায্যে ... বিশ্লেষণ করেন। মার্কস্ ও ম্যাক্স ওয়েবার ক্ষমতাকে সামাজিক মর্যাদার সূচক হিসেবে গণ্য করেন। প্যারেটো, মস্কা এবং মিচেলস্ তাঁদের এলিট তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেন যে, সকল সমাজে এক সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। মস্কা তাঁর *The Ruling Class* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে—In all societies—from societies that are very meagrely developed and have barely attained the drawings of civilization down to the most advanced and powerful societies—two classes of people appear–a class that rules and a class that is rule.

১২.৪ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রেণী ও জাতি (Class and Caste in Social Stratification)

সামাজিক স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিগুলির মধ্যে শ্রেণী ব্যবস্থা (Class System) এবং জাতিব্যবস্থা (Caste System) অন্যতম। শ্রেণী ব্যবস্থা সামাজিক স্তরবিন্যাসের এক বিশেষ দিক। শিল্প সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজের জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করা হয়। শ্রেণী বা Social class শব্দটি সমাজতত্ত্বে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধ্যাপক ওয়েবারের মতে, শ্রেণী হল এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের উপযোগিতা গ্রহণের সুযোগ ও জীবনযাত্রার মান সমপর্যায়ভুক্ত। ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা তথা সম্পত্তির অধিকার থেকে শ্রেণী নির্ধারিত হয়ে থাকে। ম্যাকাইভার ও পেজ মর্যাদার দিক থেকে শ্রেণীর সংজ্ঞা দান করেন। সামাজিক শ্রেণী হল এমন এক জনগোষ্ঠী যা মর্যাদার দিক থেকে অন্য গোষ্ঠী হতে পৃথক। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উৎপাদনের উপকরণের ভিত্তিতে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। লেনিনের মতে শ্রেণী হল এরূপ এক জনসমষ্টি যে জনসমষ্টি উৎপাদনের উপাদানের সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য

Scanned with CamScanner

আত্মসাৎ করে। শ্রেণী ব্যবস্থা ছাড়া জাতি ব্যবস্থা হল ভারতীয় সমাজের একটি সুপ্রাচীন বৈশিষ্ট্য। ইংরাজি caste শব্দটির অর্থ হল জন্ম বা বংশানুক্রম।

এক শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে শ্রেণী যখন পেশা বা বৃত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং বংশধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়, তখন জাতির উদ্ভব হয়। সমাজ বিভাজনের ক্ষেত্রে শ্রেণী হল মুক্ত ব্যবস্থা (open system) এবং জাতি হল বদ্ধ ব্যবস্থা (closed system)। এই দুটি ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পার্থক্য সূচিত হয়।

জাতির ভিত্তি হল জন্মসূত্র, শ্রেণীর ভিত্তি হল সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সুবিধা : জন্মগত অথবা কুলগত বিচার হল জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি। তাই জাতিভেদ প্রথা বংশানুক্রমিক এবং জাতি হল একটি বদ্ধগোষ্ঠী। একটি জাতির মধ্যে অন্য জাতির মানুষের প্রবেশ অসম্ভব। অন্যদিকে শ্রেণীভেদ হল সামাজিক স্তরবিন্যাসের আধুনিক রূপ। জীবনের সুযোগ সুবিধা এবং নিত্য নতুন সম্ভাবনায় তারতম্য বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার বৈষম্যই হল শ্রেণীভেদের ভিত্তি। সামাজিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদ সূচিত হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীভেদ সূচিত হয়।

জাতি ব্যবস্থায় সচলতা নেই : সামাজিক সচলতা হল শ্রেণীবিন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জাতিবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে আরোহণ ও অবরোহণের সুযোগ আছে। কিন্তু জাতিভেদ প্রথায় এই সুযোগ নেই। তাই আধুনিক সমাজের শ্রেণীবিন্যাস হল মুক্ত সমাজের প্রতীক।

জাতি ব্যবস্থায় পদমর্যাদা অপরিবর্তনীয় কিন্তু শ্রেণীতে পরিবর্তনীয় : শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে পদমর্যাদার প্রশ্নটি পূর্ব নির্ধারিত বা অপরিবর্তনীয় নয়,

শ্রেণীতে বিবাহের কঠোরতা নেই ঃ অন্তঃবিবাহ জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সামাজিক শ্রেণীর এই বৈশিষ্ট্য নেই। জাতি ব্যবস্থায় বিবাহের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীকে সমজাতিভুক্ত হতে হয়। কিন্তু শ্রেণীর ক্ষেত্রে একশ্রেণীর ব্যক্তির সঙ্গে অপর শ্রেণীতে বিবাহের কোনো বাধা নেই।

চেতনা ও সংহতির ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে যে শ্রেণীচেতনা (class consciousness) এবং শ্রেণী সংহতির কথা বলা হয়, জাতি ব্যবস্থায় তা দেখা যায় না।

পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ শ্রেণী ও জাতির মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যগুলি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। জাতি ব্যবস্থাকে সর্বদা রুদ্ধ সমাজ আখ্যা দেওয়া যায় না। বর্তমান

Scanned with CamScanner

জাতিভেদ ব্যবস্থায় নিম্নজাতির হিন্দু অপেক্ষাকৃত উচ্চজাতিতে উন্নীত হতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক শ্রীনিবাসের সংস্কৃতিকরণের ধারণা উল্লেখযোগ্য।

অনুরূপভাবে শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রেও জাতিভেদের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো মুক্ত সমাজে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত মানুষের বিশেষ সুযোগ সুবিধার দরুন বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ও মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক ডেভিসের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সুতরাং জাতির মর্যাদার মতো শ্রেণীর মর্যাদাও আরোপিত হতে পারে। ভারতীয় সমাজে জাতি ও শ্রেণী সম্পর্কের দিকটি উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয়েছে—Caste and Class go together in Indian Society.

১২.৫ স্তরবিন্যাস সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব (মার্কসীয় দর্শনে স্তরবিন্যাসের ভিত্তি)

মার্কসীয় দর্শন সামাজিক স্তরবিন্যাসকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্থান এবং শ্রেণীর ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান ভিত্তি হল অর্থনৈতিক অবস্থান। মার্কসবাদ অনুযায়ী মানব সমাজের বিকাশ উৎপাদন শক্তির বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। উৎপাদনশক্তির ক্রমবিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হয় এর ফলে সমাজ সম্পত্তির মালিক এবং মালিকানাবিহীন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দুটি শ্রেণী হল পরস্পরবিরোধী। এই শ্রেণী দুটিকে শোষক ও শোষিত বলা যায়। দাস সমাজব্যবস্থায় সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস গড়ে ওঠে। সমাজ দাসমালিক ও ক্রীতদাস দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। উৎপাদন শক্তির ক্রমবিকাশের ফলে উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা নতুন শ্রেণী এবং নতুন স্তরবিন্যাস গড়ে ওঠে।

শ্রেণী ঃ সামাজিক স্তরবিন্যাসে মার্কসবাদ শ্রেণীর সংজ্ঞাদানের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। অধ্যাপক মোরের মতে— "Social classes are defined in their relation to the means of production." লেনিনের বক্তব্য অনুযায়ী ঐতিহাসিক ভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তির পৃথক স্থান এবং ভূমিকা অনুযায়ী শ্রেণীপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। উৎপাদনের উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কের মাপকাঠিতে শ্রেণী নির্ধারিত হয়। এমিল বার্নসের মতে একই প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সমাজের এরূপ এক একটি অংশ হল শ্রেণী।

আদিম সাম্যবাদী সমাজ ঃ সমাজবিকাশের ধারাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কসবাদ মনে করে যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণীভেদ ছিল না। কারণ আদিম সাম্যবাদী যুগে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল না।

Scanned with CamScanner

দাস সমাজ ঃ প্রাচীনকালে দাস সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শ্রমবিভাগের সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে সমাজ দাসমালিক ও ক্রীতদাস এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও কারিগর, স্বাধীন কৃষক ইত্যাদি গৌণ শ্রেণী ছিল।

সামন্ত সমাজ ঃ পরবর্তী পর্যায়ে সামন্তযুগে ভূমি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সামাজিক স্তরবিন্যাসে জমিদার ও কৃষক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে।

পুঁজিবাদী সমাজ ও স্তরবিন্যাস ঃ সামন্ততন্ত্রের অবসানের ফলে পুঁজিবাদী যুগের আবির্ভাব ঘটে এবং শ্রমিক ও পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পুঁজিবাদী যুগে শ্রমিক ও পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পুঁজিবাদী যুগে পুঁজিপতি শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করে উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। প্রতিটি যুগেই দুটি মুখ্য শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের ক্রমাগত দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। তাই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে ঘোষণা করা হয় যে—"History of all existing societies is the history of class struggles."

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ঃ পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে চরম বিরোধের ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আবির্ভাব ঘটে। এই সমাজে উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বৈষম্য বিলুপ্ত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে সামাজিক স্তরবিন্যাসের অবসান ঘটে।

সমালোচনা ঃ সামাজিক স্তরবিন্যাসকে কেন্দ্র করে মার্কসীয় তত্ত্বটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে সমালোচনা করা হয়।

প্রথমত, মার্কসবাদ বিরোধী সমাজতাত্ত্বিকগণ উল্লেখ করেন যে শিল্পোন্নত সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস স্থিতিশীল নয়। এখানে সামাজিক স্তরবিন্যাস উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষের মধ্যে সচলতার সুযোগ থাকার জন্য সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল।

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক বটমোর শিল্পোন্নত সমাজে শ্রেণীর পরিবর্তে মর্যাদাভিত্তিক গোষ্ঠীর বিকাশের কথা উল্লেখ করেন। এই মর্যাদাভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির সম্পর্ক হল প্রতিযোগিতামূলক।

তৃতীয়ত, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৈষম্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। মার্কসবাদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংঘাত গড়ে ওঠে। ম্যাকাইভার এবং পেজের মতে অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও অন্যান্য কারণে সামাজিক সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

চতুর্থত, কার্ল মার্কস্ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী সংক্রান্ত তত্ত্বটি দান করেছেন। বর্তমানে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর

Scanned with CamScanner

অর্থনৈতিক অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত তত্ত্বটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

পঞ্চমত, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিলোপ ঘটবে তা বলা যায় না। চিনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে সমস্ত মানুষ একই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত নয়।

মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অবস্থানই হল সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধান ভিত্তি। যে-কোনো সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য নির্ধারিত হয়।

১২.৬ শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসের ধারণা (Marxist Theory on class and class struggle)

১২.৬ শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসের ধারণা (Marxist Theory on class and class struggle)

সমাজবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করেন। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রেণী তত্ত্বের ধারণা অন্যতম। মার্কসের বহু পূর্বেই অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকগণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন। মার্কস্ সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রেণীর উৎপত্তি, শ্রেণিসংগ্রাম এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। মিলিব্যান্ড-এর মতে, "Marx and Engels represented politics as articulation of class struggles".

শ্রেণীর সংজ্ঞা

লেনিনের ধারণা অনুযায়ী শ্রেণী বলতে বোঝায় এমন এক জনগোষ্ঠী, যা সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট অবস্থায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে একটি পৃথক সম্পর্ক স্থাপন করে, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে এক পৃথক ভূমিকা পালন করে এবং পৃথকভাবে সামাজিক সম্পদের অংশ ভোগ করে। শ্রেণী হল এমন এক জনগোষ্ঠী, যারা নির্দিষ্ট সামাজিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানের তারতম্যের জন্য একে অপরের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে।

সুতরাং মার্কসীয় তত্ত্ব উৎপাদনব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে একটি জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণীর চরিত্র নির্ণয় করে (class is an economic category)।

মুখ্য শ্রেণী

মার্কসবাদ সমাজের জনগোষ্ঠীকে দুটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করে। মুখ্য শ্রেণী বলতে বোঝায় এই দুটি শ্রেণী ছাড়া উৎপাদন পরিচালিত হতে পারে না। দাসসমাজে দাসমালিক ও ক্রীতদাস, সামন্তসমাজে জমিদার ও কৃষক, পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিক হল মুখ্য শ্রেণী। প্রতিটি সমাজে এই দুটি মুখ্য শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের ফলে বৈরিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম

শ্রেণীর বিকাশের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করে মার্কস্ ও এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, প্রাক্-সামাজিক যুগে শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু উৎপাদনব্যবস্থা বিকাশের ফলে একটি বিশেষ স্তরে শ্রেণীর উদ্ভব হয়। মার্কস্ বলেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শ্রেণীবিভক্ত সমাজ দেখা যায় দাস সমাজে। এই সমাজে দাস ও দাসপ্রভুর মধ্যে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্র হয়। দাসযুগে স্পার্টাকাস বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। দাসপ্রভু রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে দাসদের ওপর শোষণ অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। দাসসমাজের পর সামন্তসমাজও সামন্তপ্রভু ও কৃষক—এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই সমাজেও পরস্পরবিরোধী স্বার্থের ফলে সামন্তপ্রভু ও কৃষকের মধ্যে অবিরত সংগ্রাম বজায় ছিল। ফ্রান্স এবং জার্মানিতে সামন্ততান্ত্রিক যুগে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ লক্ষ করা যায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসের পর গড়ে ওঠে পুঁজিবাদী সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। শ্রমিকশ্রেণী ক্রমাগত শোষণের শিকার হয়। এর ফলে, পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অনিবার্য সংগ্রাম দেখা দেয়। পুঁজিবাদী সমাজে শোষণ তীব্র রূপ ধারণ করলে শ্রমিকশ্রেণী সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এবং শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরে সাম্যবাদী সমাজের আবির্ভাব ঘটলে শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হবে। এইভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, ক্রমাগত সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজ বিকাশলাভ করেছে। মার্কস ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'য় ঘোষণা

শ্রেণী। লেনিন ও মাও-সে-তুং-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সমাজের মুখ্য শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র রূপ ধারণ করলে গৌণ ণীগুলো অবলুপ্ত হয়ে সমাজ সুস্পষ্টভাবে দুটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়।

সমালোচনা ঃ পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীগণ শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসীয় ত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে সমালোচনা করেন। সমালোচকদের মধ্যে কার্ল পপার, র্জ কোলম্যাক এবং ম্যাকাইভার-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, সমালোচকগণ মনে করেন, মার্কসীয় তত্ত্বে সংগ্রামকে মূলত অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি কারণেও মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ, সংঘর্ষের ইতিহাস রয়েছে। Historical

Scanned with CamScanner

materialism does not explain why peoples living under similar conditions of production have developed widely divergent civilizations.

দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদীরা মনে করেন, মানবসমাজের ইতিহাস হল—শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। সমালোচকগণ সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে, দ্বন্দ্বের পরিবর্তে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। ম্যাকাইভারের মতে—

Society is based on cooperation crossed by conflict.

তৃতীয়ত, মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, শ্রেণীসংগ্রামের ফলে শেষ পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অবসান এবং সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি শ্রেণীসংগ্রাম-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে।

চতুর্থত, বর্তমান বিশ্বায়ন ও পারমাণবিক প্রযুক্তির যুগে শ্রেণীসংগ্রামের তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন।

মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও মার্কসীয় তত্ত্বে শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত ধারণার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে আজও অস্বীকার করা যায় না। সমাজের সকল দ্বন্দ্বের মূলে অর্থনৈতিক কারণ এবং রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তনে শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্বকে স্বীকার করতেই হয়।

১২.৭ জাতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য (Definition and characteristic of caste system)

শ্রেণীব্যবস্থা ছাড়া জাতিব্যবস্থা হল ভারতীয় সমাজের একটি সুপ্রাচীন বৈশিষ্ট্য। ইংরেজি Caste শব্দটির অর্থ হল জন্ম বা বংশানুক্রমিক অর্থাৎ জাতি জন্মভিত্তিক। অধ্যাপক মজুমদার ও মদনের মতে, জাতি বলতে এক বদ্ধ গোষ্ঠীকে বোঝায়। বস্তুতপক্ষে জাতি হল এক আন্তঃবৈবাহিক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের সামাজিক ক্ষেত্রে কতকগুলি বিধিনিষেধ বা আচার-আচরণ মেনে চলতে হয়। এরা চিরাচরিত ও অভিন্ন বৃত্তি অনুযায়ী এবং উৎপত্তিসূত্রে এক ও সমজাতীয় স্বরূপ। সমাজতাত্ত্বিক কুলীর মতে, একটি জনগোষ্ঠী জন্মের ভিত্তিতে কিছু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং চিরাচরিত বৃত্তি অনুসরণ করলে, তাকে জাতি বলে। সংক্ষেপে জাতি হল এক বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী যার একটি চিরচরিত পেশা রয়েছে এবং সদস্যদের নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট আচরণ ও বিধিনিষেধ রয়েছে। জাতিব্যবস্থার বৃত্তি অনুযায়ী ভারতীয় সমাজের জনগোষ্ঠীকে প্রধান চারভাগে বিভক্ত করা হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

সমাজতাত্ত্বিক ঘুরে মন্তব্য করেন আর্যদের আগমনের পর উপজাতিদের সঙ্গে পার্থক্য রক্ষার জন্য জাতির উদ্ভব হয়। একশ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে,

Scanned with CamScanner

তৃতীয়ত, শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে পদমর্যাদার প্রশ্নটি পূর্বনির্ধারিত বা অপরিবর্তনীয় নয়—পরিবর্তনযোগ্য। কিন্তু জাতিবিন্যাসের ক্ষেত্রে পদমর্যাদা জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ সামাজিক শ্রেণীর মর্যাদা অর্জিত (Acquired status) এবং জাতির মর্যাদা আরোপিত। (Ascribed status)।

চতুর্থত, অন্তর্বিবাহ জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সামাজিক শ্রেণীর এই বৈশিষ্ট্য নেই। জাতিব্যবস্থায় বিবাহের ব্যাপারে পাত্রপাত্রীকে সমজাতিভুক্ত হতে হয় কিন্তু শ্রেণীর ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর ব্যক্তির অপর শ্রেণীর বিবাহের পথে কোনো বাধা নেই। সমপাঙক্তেয়তা হল জাতি ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও দূরত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণ, জল চল-অচল ইত্যাদি সম্পর্কে বিধিনিষেধ রয়েছে। নিম্ন জাতির সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে।

পঞ্চমত, সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে যে শ্রেণীর চেতনা (class consciousness) এবং শ্রেণী-সংহতির কথা বলা হয়, জাতিভেদ ব্যবস্থায় তা দেখা যায় না।

ষষ্ঠত, জাতি হল বৃত্তিভিত্তিক। একটি জাতির চিরাচরিত পেশা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ব্রাহ্মণের পেশা হল পূজা-অর্চনা, মুচির পেশা হল জুতো তৈরি, নাপিতের পেশা হল ক্ষৌর কর্ম। প্রতিটি জাতির নিজস্ব উপসংস্কৃতি ও রীতিনীতি রয়েছে।

পরিশেষে, জাতিব্যবস্থার ক্ষেত্রে জাতিগত পদবি উল্লেখযোগ্য।

১২.৮ ভারতে জাতিব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রধান কারণ (Change of caste system in modern India)

পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় ভারতীয় সমাজে জাতিব্যবস্থা হল এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক মদন ও মজুমদারের মতে, জাতি হল এক অন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠী। যার সদস্যপদ বংশানুক্রমিক এবং যার একটি চিরাচরিত পেশা ও নির্দিষ্ট জীবনধারা রয়েছে (Caste is an endoganous group whose membership is hereditary with a traditional occupation and cultural system.)। ভারতীয় হিন্দুসমাজে জাতিব্যবস্থাকে এক নিশ্চল সামাজিক স্তরবিন্যাসের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করা হত। সামাজিক স্থিতিশীলতা, কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি, শিক্ষার অভাব, ধর্মের প্রভাব এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্য জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজে এক নিশ্চল ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু আঠারো ও উনিশ শতকে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন শুরু হয়। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভারতের চিরাচরিত উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমিকে বাজারে আনার ফলে চিরাচরিত কৃষি অর্থনীতিতে আঘাত আসে। পুঁজিবাদী

Scanned with CamScanner

অর্থনীতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। Bailey-র মতে The traditional Indian caste system has been profundly altered during the 20th century. স্বাধীন ভারতে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার এবং নগরায়ণের ফলে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা দুর্বল হয়। আধুনিক ভারতে সামন্ততান্ত্রিক যুগের ন্যায় জাতিব্যবস্থা এক নিশ্চল সমাজের বহিঃপ্রকাশ নয়। বর্তমান ভারতের জাতিব্যবস্থার পরিবর্তনের পশ্চাতে কয়েকটি বিশেষ কারণ উল্লেখযোগ্য।

১. শিল্পায়ন (Industrialisation) : সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার বিশেষ প্রভাব বজায় ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আগমনের ফলে এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভের পর শিল্পায়নের দরুন জাতিব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এসে শিল্পাঞ্চলে ভিড় করে। উচ্চনীচ বর্ণের মানুষ একত্রে কাজ করে। এর ফলে শুচিতা ও

14 of 16

২. আধুনিক অর্থব্যবস্থা (Modern Economic System) ঃ আধুনিক ভারতবর্ষে উৎপাদনব্যবস্থা কৃষি থেকে শিল্প ও বাণিজ্যে স্থানান্তরিত হয়। কৃষিভিত্তিক সমাজে গ্রামের মানুষ চিরাচরিত পেশার পরিবর্তে ব্যক্তির গুণগত যোগ্যতা, পছন্দ-অপছন্দ এবং লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বৃত্তি নির্ধারিত হয়। দেশের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান যোগ্যতার বিচারে কর্মীদের নিয়োগ করে, এর ফলে যোগ্যতা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সঙ্গতি অর্জনের মাধ্যমে নিম্নবর্ণের মানুষ ও দরিদ্র উচ্চবর্ণের মানুষের তুলনায় অধিক মর্যাদা ভোগ করে। নির্মল কুমার তাঁর *Structure of Hindu Society* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে কীভাবে জাতি গোষ্ঠীগুলি কৌলিক বৃত্তি পরিহার করে জাতি প্রথাকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে শুরু করে।

৩. নগরায়ণ (Urbanization) ঃ ভারতবর্ষে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণের সূত্রপাত ঘটে। শিল্পাঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে নগর-সভ্যতা প্রসারিত হয়। এই নগরায়ণ জাতিব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। শহরজীবনে মানুষ সর্বদাই ব্যস্ত ও গতিশীল। কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই এমনকি ছোটো ছোটো শহরগুলিতে মানুষের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথার আচার-বিচার মেনে চলা সম্ভব হয় না। শহরাঞ্চলের মানুষকে ট্রামে-বাসে একত্রে যাতায়াত করতে হয়। হোটেলে একত্রে খাবার গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং নগরজীবনে জাতপাতের প্রশ্ন অবান্তর। শহরে সভ্যতার ফলে মানুষ নতুন মূল্যবোধকে গ্রহণ করে। অসবর্ণ বিবাহ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

৪. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা (Modern Education) ঃ ব্রিটিশ আগমনের ফলে

Scanned with CamScanner

ভারতে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী মানসিকতা সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে। আধুনিক শিক্ষা; বৈজ্ঞানিক চেতনা, ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ফলে জাতিভেদ প্রথার গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

৫. আধুনিক আইনব্যবস্থা (Modern Legal System) ঃ জাতিভেদ প্রথাকে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতে কয়েকটি আইন কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮নং ধারায় সাম্যের কথা ঘোষিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আইন পাস হয়। এই আইন অনুযায়ী জাতিগত বিচারে বৈষম্যমূলক আচরণ আইনত দণ্ডনীয়।

পরিশেষে অধ্যাপক শ্রীনিবাস জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকরণকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শ্রীনিবাসের মতে, ভারতীয় সমাজে ক্রমাগতভাবে নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণের জীবনধারা ও বৃত্তিকে অনুসরণ করে উচ্চবর্ণে উন্নীত হয়ে জাতিব্যবস্থায় সচলতা দান করেছে।

বর্তমান ভারতে জাতিভেদ প্রথার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু জাতিব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়নি। এখনও সমাজের প্রভাব ও মানমর্যাদা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যের হরিজন ও নিম্নবর্ণের মানুষ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা দুর্বল হয়েছে। জন্মের মানদণ্ড বর্জন করে স্বার্থের মানদণ্ডে ব্যক্তির সামাজিক মূল্য ধার্য হয়। কিন্তু বর্তমান ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিব্যবস্থা এক নতুন রূপ লাভ করেছে। বর্তমান ভারতে নির্বাচনী লড়াই, প্রার্থী বাছাই, নির্বাচনী প্রচার ইত্যাদি ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটদাতাদের জাতিগত চরিত্র অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে জাতিভেদ

৩. নগরায়ণ (Urbanization) ঃ ভারতবর্ষে শিল্পায়নের ফলে নগরায়ণের সূত্রপাত ঘটে। শিল্পাঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে নগর-সভ্যতা প্রসারিত হয়। এই নগরায়ণ জাতিব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। শহরজীবনে মানুষ সর্বদাই ব্যস্ত ও গতিশীল। কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই এমনকি ছোটো ছোটো শহরগুলিতে মানুষের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথার আচার-বিচার মেনে চলা সম্ভব হয় না। শহরাঞ্চলের মানুষকে ট্রামে-বাসে একত্রে যাতায়াত করতে হয়। হোটেলে একত্রে খাবার গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং নগরজীবনে জাতপাতের প্রশ্ন অবান্তর। শহরে সভ্যতার ফলে মানুষ নতুন মূল্যবোধকে গ্রহণ করে। অসবর্ণ বিবাহ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

৪. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা (Modern Education) ঃ ব্রিটিশ আগমনের ফলে

Scanned with CamScanner

ভারতে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী মানসিকতা সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে। আধুনিক শিক্ষা; বৈজ্ঞানিক চেতনা, ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ফলে জাতিভেদ প্রথার গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

৫. আধুনিক আইনব্যবস্থা (Modern Legal System) ঃ জাতিভেদ প্রথাকে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতে কয়েকটি আইন কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮নং ধারায় সাম্যের কথা ঘোষিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আইন পাস হয়। এই আইন অনুযায়ী জাতিগত বিচারে বৈষম্যমূলক আচরণ আইনত দণ্ডনীয়।

পরিশেষে অধ্যাপক শ্রীনিবাস জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকরণকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শ্রীনিবাসের মতে, ভারতীয় সমাজে ক্রমাগতভাবে নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণের জীবনধারা ও বৃত্তিকে অনুসরণ করে উচ্চবর্ণে উন্নীত হয়ে জাতিব্যবস্থায় সচলতা দান করেছে।

বর্তমান ভারতে জাতিভেদ প্রথার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু জাতিব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়নি। এখনও সমাজের প্রভাব ও মানমর্যাদা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যের হরিজন ও নিম্নবর্ণের মানুষ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা দুর্বল হয়েছে। জন্মের মানদণ্ড বর্জন করে স্বার্থের মানদণ্ডে ব্যক্তির সামাজিক মূল্য ধার্য হয়। কিন্তু বর্তমান ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিব্যবস্থা এক নতুন রূপ লাভ করেছে। বর্তমান ভারতে নির্বাচনী লড়াই, প্রার্থী বাছাই, নির্বাচনী প্রচার ইত্যাদি ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটদাতাদের জাতিগত চরিত্র অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা সামঞ্জস্য বিধান করছে। পঞ্চায়েত এবং প্রাদেশিক রাজনীতিতে জাতিগুলি চাপ সৃষ্টিকারী (Pressure group) গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, শ্রীনিবাসের Dominant Caste-এর ধারণাটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে—A caste may be said to be dominant when it preponderates numerically over other castes, and when it also wields prepondenance over economic and political power. তাই অনেকের মতে, ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা দুর্বল হচ্ছে; কিন্তু বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। (Caste system in India has become weakened, but has shown no symptom of withering away—caste system is being politicised in new manner.)

18 of 46